গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা
এবং
আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা
এবং
আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা	১-৮
২। আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা	৯-১৬

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা

১। এ নীতিমালা 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

২। **উদ্দেশ্য ঃ**

২.১ দেশব্যাপী সংস্কৃতি চর্চার উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রসার।

২.২ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংস্কৃতি চর্চার সুস্থ পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা।

২.৩ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা।

২.৪ সুস্থ ও সৎ সংস্কৃতি চর্চার বহমান ধারাকে আরও সমৃদ্ধ এবং বেগবান করা।

২.৫ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ফলে সংস্কৃতি চর্চাকে একটি অত্যাবশ্যকীয় আচরণীয় কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও রুচিবান করে তোলা।

২.৬ সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমসমূহকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

২.৭ সংস্কৃতি চর্চার সংগে সম্পৃক্ত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরীকরণ।

২.৮ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

২.৯ দেশে সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমের উপযুক্ত শিক্ষক ও শিল্পী গড়ে তোলা।

২.১০ সংস্কৃতিকে সৌখিনতার স্তর থেকে ক্রমশঃ পেশাদার কর্মে উন্নীত করা।

২.১১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।

৩। **সাধারণ নীতি ঃ**

৩.১ এ নীতিমালা 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

৩.২ এ শিরোনাম "সংস্কৃতিসেবী প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরী প্রদানের নীতিমালা" শীর্ষক শিরোনামের স্থলাভিষিক্ত হবে।

২—

৪। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এবং প্রয়োজনে সরাসরি সংস্কৃতিসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুদান মঞ্জুরী বাস্তবায়ন করবে।

৫। **জাতীয় কমিটি ঃ**

সংস্কৃতিসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুদান মঞ্জুরীর কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে ঃ

১	সচিব	সভাপতি
২	যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সহ-সভাপতি
৩	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।	সদস্য
৭	সংস্কৃতি উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
৮	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৯	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	সদস্য
১০	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর প্রতিনিধি।	সদস্য
১১	বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ এর প্রতিনিধি।	সদস্য
১২	বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এর প্রতিনিধি।	সদস্য
১৩	আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ এর প্রতিনিধি।	সদস্য
১৪	নৃত্য শিল্পী সংস্থার প্রতিনিধি, ঢাকা।	সদস্য
১৫	সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৭, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৬। **ঢাকা মহানগর কমিটি ঃ**

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর এলাকার জন্য একটি পৃথক কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে ঃ

১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৪	জেলা প্রশাসক ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৫	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৬	বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ঢাকা এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৭	সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৭। **জেলা কমিটি ঃ**

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাছাই এর জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা কমিটি থাকবে। নিম্নোক্তভাবে জেলা কমিটি গঠিত হবে ঃ

১	জেলা প্রশাসক।	সভাপতি
২	সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।	সদস্য
৩	স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা ১(এক) জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
৪	ট্রেজারী কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকের ম্যানেজার।	সদস্য
৫	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।	সদস্য
৬	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা।	সদস্য
৭	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর প্রতিনিধি।	সদস্য
৮	জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার/যে সকল জেলায় জেলা কালচারাল অফিসার নেই সেখানে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার (সাধারণ শাখা)।	সদস্য-সচিব

৮। **অনুদান পাওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ঃ**

(ক) বিবেচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই দেশের সুস্থ ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের সহায়ক হতে হবে।

(খ) সাধারণভাবে দেশে নিয়মিতভাবে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা বিষয়ক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে।

(গ) বিশেষ বিবেচনায় যাত্রাদল, সার্কাসদল, যাদু প্রতিষ্ঠান, পালাগান, আলোকচিত্র, পুতুলনাচ, আবৃত্তি, গম্ভীরা, আলকাপ, জারী, কবিগান ইত্যাদি দল/গোষ্ঠীসহ লোক সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

(ঘ) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের গ্রুপ/সংস্থার (ফেডারেটিভ বডি) সদস্য হলে বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এর গঠনতন্ত্র এবং কার্যকরী কমিটি থাকতে হবে।

(চ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এর একটি নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

৯। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ**

(ক) নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নেই এমন সকল প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী।

(খ) সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলের অংগসংগঠন, সমিতি বা ক্লাব।

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠন ও সংস্থা।

(ঘ) গঠনতন্ত্র এবং কার্যকরী কমিটি নেই এমন প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী।

১০। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাছাই পদ্ধতি ঃ**

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে মন্ত্রণালয় গণ মাধ্যমে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

(খ) আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ফরমে ঢাকা মহানগর ও জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করবে। ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করতে হবে।

(গ) অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠান বাছাই এর পর মতামতসহ সভাপতি সুপারিশকৃত তালিকা সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করবে।

১১। **অনুদানপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ**

(ক) মন্ত্রণালয় অনুদান প্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংরক্ষণ করবে। ঢাকা মহানগর এলাকার তালিকা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে রক্ষিত থাকবে।

(খ) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং তা জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

১২। **অনুদান প্রদানের পদ্ধতি ঃ**

(ক) অনুদান পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট আবেদন ফরমের মাধ্যমে (ফটোকপি গ্রহণযোগ্য) আবেদন পেশ করতে হবে। তথ্য পত্র সম্বলিত অনুদান ফরম প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠীর প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

(খ) আবেদনপত্র ঢাকা মহানগর ব্যতীত জেলার ক্ষেত্রে জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(গ) জেলা ও ঢাকা মহানগর কমিটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই করে প্রাপ্যতার ক্রমানুসারে অনুমোদন করবে। অতঃপর তালিকাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে।

(ঘ) মহানগর ও জেলা কমিটির সুপারিশকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে। সুপারিশ প্রণয়নের পর্যায়ে কমিটি শিল্পকলা একাডেমী বা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে কোন সংস্থার সহায়তা নিতে পারবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় অনুদানের মঞ্জুরীপত্র জারী করবে।

(ঙ) অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর পক্ষে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের নামে বিল প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিব এর স্বাক্ষর গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করবেন। ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা যাবে।

(চ) প্রয়োজনবোধে কমিটি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী সম্পর্কে ফেভারেটিভ বডির নিকট থেকে যাচাই-বাছাই করেত পারবে।

১৩। **সাধারণ নিয়মাবলী ঃ**

(ক) সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হবে।

(খ) নাট্যগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন ও মঞ্চায়িত নাটকের সফলতা, কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হবে।

(গ) নাটক ও চারুকলা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হবে।

(ঘ) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষণা বা প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সাধারণ ক্ষেত্রে অনুদান প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সারা বছরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হবে।

(চ) এ অনুদান প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ছ) এক বছরে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই ধারাবাহিকতা হিসেবে পরের বছরে অনুদান পাবার অধিকারী বলে গণ্য হবে না।

(জ) এ অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি বছর নতুনভাবে আবেদন করতে হবে।

(ঝ) প্রতি বছরের পৃথক চাহিদা, প্রয়োজন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই অনুদান প্রদান করা হবে।

(ঞ) অনুদান প্রতি বছর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য দেয়া হবে।

(ট) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং উহার মনোনীত যে কোন সংস্থা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর কার্যক্রম যে কোন সময় পরিদর্শন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঠ) অনুদানপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীকে তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ড) অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ অডিট করতে হবে এবং Bank statement দিতে হবে।

(ঢ) এ খাতে প্রাপ্ত বার্ষিক বরাদ্দের শতকরা বিশ ভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জনস্বার্থে ঐ সংরক্ষিত অর্থ থেকে বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(ণ) এ নীতিমালায় বিধৃত হয়নি এমন কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোঃ শরফুল আলম
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরীর আবেদন ফরম

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। প্রতিষ্ঠার সাল ও তারিখ ঃ

৩। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ (যদি থাকে) ঃ
(রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত ফটোকপি)।

৪। প্রতিষ্ঠানের কোন গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক ঃ
কমিটি বা বোর্ড আছে কিনা, থাকলে
সদস্যদের নাম ও পদবী

৫। সংস্থার ধরণ/লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কি কি ঃ
কাজ করা হয় তার বিবরণ।

৬। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঘর বা দালান আছে কি ঃ
না, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কোথায় চালানো
হয়।

৭। চলতি অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ঃ

৮। গত বৎসর বেসরকারি এবং বিদেশী সংস্থা ঃ
হতে কোন সাহায্য পাওয়া গিয়েছে কি না,
তার পরিমাণ এবং সাহায্য প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নাম ঠিকানা।

৯। গত বৎসরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১০। বর্তমান অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত কার্যসূচি ঃ
(প্রয়োজনে আলাদা পাতা ব্যবহার করা
যেতে পারে)।

১১। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গত অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় ঃ
থেকে প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ও তার হিসাব

১২। বর্তমান অর্থ বৎসরের বাজেট এস্টিমেট ঃ

আয়

(ক) নিজস্ব আয় ঃ

(খ) সরকারি সাহায্য ঃ

(গ) বে-সরকারি সাহায্য ঃ

ব্যয়

কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হতে পারে ঃ

১৩। আমি এ মর্মে অংগীকার করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ সত্য এবং এর কোন অংশ ভুল প্রমাণিত হলে সরকার কর্তৃক গৃহীত যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

(প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর)
সীলসহ

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সন্তোষজনক এবং জনস্বার্থের সহায়ক।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

সীলঃ

জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী

১। প্রত্যয়ন ঃ (ক) ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী/বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট পরিচালক/উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়ন।

(খ) জেলা এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/স্থানীয় পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন।

২। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা

১। এ নীতিমালা 'আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

২। কবি, সাহিত্যিক ও সকল ক্ষেত্রের শিল্পীবৃন্দ (সংগীত, নৃত্য, নাটক, যাত্রা, পুতুলনাচ, লোকশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র, চারুকলা, আবৃত্তি, সার্কাস, ফটোগ্রাফী)-এর আওতাভুক্ত হবে।

৩। কেবল মাত্র আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি এ ভাতার জন্য বিবেচিত হবেন।

৫। **সংজ্ঞা ঃ**

(ক) 'আর্থিকভাবে অসচ্ছল' বলতে কোন সংস্কৃতিসেবী বার্ধক্যজনিত, শারীরিক অক্ষমতা, দুর্ঘটনাজনিত ইত্যাদি কারণে উপার্জনে অক্ষম অথবা অন্য কোন উৎস হতে জীবন ধারণের জন্য সন্তোষজনক আয় নেই এমন ব্যক্তিকেই বুঝাবে।

(খ) 'সংস্কৃতিসেবী' বলতে সংস্কৃতির যে কোন ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ, উৎকর্ষ সাধন এবং মৌলিক/বিশেষ অবদানের জন্য খ্যাত পুরুষ অথবা মহিলা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বুঝাবে।

(গ) 'কবি' বলতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতা রচয়িতাকে বুঝাবে।

(ঘ) 'সাহিত্যিক' বলতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য কর্মের রচয়িতাকে বুঝাবে। তবে বিশিষ্ট সাহিত্য অনুবাদককেও 'সাহিত্যিক' অভিধায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(ঙ) 'শিল্পী' বলতে যার সংগীত, নৃত্য, যন্ত্র সংগীত, চারু ও কারুকলার বিভিন্ন শাখা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয়, লোকশিল্প, সার্কাস এবং ফটোগ্রাফী বা শিল্পের অন্য কোন স্বীকৃত শাখায় মৌলিক বা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাবে।

৬। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এবং প্রয়োজনে সরাসরি অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা মঞ্জুরী বাস্ত-বায়ন করবে।

৭। **জাতীয় কমিটি ঃ**

অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নরূপ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে ঃ

১	সচিব	সভাপতি
২	যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
৭	সংস্কৃতি উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৮	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	সদস্য
১০	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর প্রতিনিধি	সদস্য
১১	বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১২	বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	নৃত্য শিল্পী সংস্থার প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
১৫	সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৭, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৮। **ঢাকা মহানগর কমিটি ঃ**

অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আবেদন বাছাইয়ের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর এলাকার জন্য পৃথক একটি কমিটি থাকবে ঃ

১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	সভাপতি
২	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমীর প্রতিনিধি	সদস্য
৪	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার এর প্রতিনিধি	সদস্য
৭	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৯। **জেলা কমিটি ঃ**

দুঃস্থ অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী যাচাই-বাছাই এর জন্য প্রতিটি জেলায় (ঢাকা জেলা ব্যতীত) একটি করে জেলা কমিটি থাকবে। নিম্নোক্তভাবে জেলা কমিটি গঠিত হবে ঃ

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
৩	স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা ১(এক) জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
৫	ট্রেজারী কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকের ম্যানেজার	সদস্য
৬	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৭	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার/যে সকল জেলায় জেলা কালচারাল অফিসার নেই সেখানে সহকারী কমিশনার/ সিনিয়র সহকারী কমিশনার (সাধারণ)	সদস্য-সচিব

১০। **ভাতা পাওয়ার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ**

(ক) ভাতা গ্রহীতাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে

(খ) আবেদনকারীকে "আর্থিকভাবে অসচ্ছল" হতে হবে

(গ) আবেদনকারীকে অবশ্যই সংস্কৃতিসেবী হতে হবে

(ঘ) দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, উপার্জনে অক্ষম, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী এবং মহিলা ভাতা পাওয়ার অগ্রাধিকার পাবেন

১১। **প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ঃ**

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে মন্ত্রণালয় গণ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

(খ) ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে জেলা কমিটি/মহানগর কমিটির সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন।

(গ) ইতোপূর্বে যারা ভাতা পেয়েছেন তাদেরকে (১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে) অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(ঘ) জেলা কমিটি এবং মহানগর কমিটি ভাতা প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

(ঙ) প্রার্থী বাছাই এর পর মতামতসহ তালিকা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(চ) মহানগর ও জেলা কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনপ্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে। সুপারিশ প্রণয়নের পর্যায়ে কমিটি শিল্পকলা একাডেমী বা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে কোন সংস্থার সহায়তা নিতে পারবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় ভাতা প্রদানের মঞ্জুরীপত্র জারী করবে।

১২। **ভাতাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিসেবীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ**

(ক) মন্ত্রণালয় সকল ভাতা গ্রহীতার তালিকা জেলা ও মহানগর ভিত্তিক সংরক্ষণ করবে।

(খ) মহানগর ও জেলা কমিটির-সদস্য সচিব কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত/ অনুমোদিত সংস্কৃতিসেবীদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) মহানগর ও জেলা কমিটির সদস্য-সচিব মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত সংস্কৃতিসেবীদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

১৩। **ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ঃ**

(ক) ইতোপূর্বে যারা ভাতা পেয়েছেন তাদের (১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে) জেলাভিত্তিক তালিকা মোতাবেক ভাতা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(খ) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের পর প্রতিবছর আবেদন করতে হবে। অর্থ প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক ভাতা প্রদান করা হবে।

১৫। **সাধারণ নিয়মাবলী ঃ**

(ক) সাধারণভাবে ৪০(চল্লিশ) বছরের নিম্নের কোন সংস্কৃতিসেবী ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। উল্লেখ্য যে, নতুন আবেদনকারীর বয়সের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এস, এস, সি, পরীক্ষা উত্তীর্ণের সনদপত্র/স্থানীয় পৌরসভা মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র/স্থানীয় সরকারি উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/কমিশনার, সিটি-কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সংগে সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এস, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংস্কৃতিসেবীর ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য অন্য কোন সনদ প্রযোজ্য হবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যথাঃ অতি প্রতিভাবান, দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ সংস্কৃতিসেবী, আর্থিকভাবে চরম অসচ্ছলতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে) বয়স শিথিলযোগ্য।

(খ) ভাতাভোগীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী/স্বামী ভাতাপ্রাপ্তির অধিকারী হবেন না।

(গ) জন প্রতি সর্বনিম্ন মাসিক ৫০০(পাঁচ শত) টাকা হারে বার্ষিক ভাতা ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ মাসিক ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা হিসাবে বার্ষিক ভাতা ৩৬,০০০(ছত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হবে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হার পরিবর্তন করা যাবে।

(ঘ) বার্ষিক বরাদ্দের অনুর্ধ্ব শতকরা ২০ শতকরা (বিশ ভাগ) ভাগ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি আওতাধীন থাকবে। এ অর্থের মধ্য হতে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব মহোদয় কোন আবেদনকারীকে ভাতা প্রদান করতে পারবেন। এর জন্য কমিটির সুপারিশ আবশ্যক হবে না।

(ঙ) আবেদনপত্রে বিবৃত কোন তথ্য অসত্য বলে প্রমাণিত হলে আবেদনকারী ভাতা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

মোঃ শরফুল আলম
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ছবি

আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী মাসিক কল্যাণ ভাতার আবেদন ফরম

১। পূর্ণ নাম ঃ

২। পিতা, মাতা এবং স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৩। ঠিকানা ঃ
(ক) স্থায়ী ঃ

(খ) বর্তমান ঃ

৪। বয়স ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৬। পেশা ঃ

৭। আবেদনকারীর সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্র ঃ

৮। আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের বিবরণ ঃ

৯। আবেদনকারীর বার্ষিক আয় ঃ

১০। আবেদনকারীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ

১১। আবেদনকারী চাকুরীরত বা অবসরপ্রাপ্ত কিনা ঃ

১২। আবেদনকারীর আয়ের উৎস ঃ
(ক) চাকুরী ঃ
(খ) ব্যবসা ঃ
(গ) বাড়িভাড়া/জমি-জমা ঃ
(ঘ) অন্যান্য ঃ

১৩। আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের ঃ
নাম/বয়স/সম্পর্ক

১৪। আবেদনকারীকে চেনেন এমন দু'জন বিশিষ্ট ঃ
ব্যক্তির (কমপক্ষে একজন সংস্কৃতিসেবী)
নাম ও পরিচয়

১৫। পূর্বে কখনও এ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে ঃ
কিনা, হলে কোন সাল হতে এবং কত
টাকা হারে, ভাতার পরিমাণ (ভাতা বহির
ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)

১৭। আমি এই মর্মে অংগীকার করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ সত্য এবং এর কোনঅংশ ভুল প্রমাণিত হলে সরকার কর্তৃক গৃহীত যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

১৮। আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আবেদনকারীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি।

(প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল)

(পরিচালক, বাংলা একাডেমী/বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা কালচারাল অফিসার)

জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী ঃ

১. প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

২. আবেদনকারীর আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে।

৩. মুদ্রণ বা প্রকাশনার জন্য কোন অনুদান দেওয়া হয়না।

৪. এস,এস,সি, পাস আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সনদের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

৫. বয়স প্রমাণের জন্য অবশ্যই জন্ম সনদের অনুলিপি এস,এস,সি সার্টিফিকেট/চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ/মেয়র, পৌরসভা/ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের অনুলিপি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইঃডি-র(যদি থাকে) অনুলিপি দেয়া যেতে পারে।

৬. ঢাকা মহানগরী এলাকার জন্য কবি/সাহিত্যিক হলে বাংলা একাডেমী এবং শিল্পী হলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যয়ন করবেন। ঢাকা মহানগর ব্যতিত অন্যান্য জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/জেলা কালচারাল অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করবেন। প্রয়োজনে কমিটি ফেডারেটিভ বডির পরামর্শ নিতে পারবে।

বাঃসঃমুঃ-০৮/০৯-৪৩২৫কম/এ-১,০০০বই-২০০৯।